# হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুনি

ইকবাল কবীর মোহন

# হযরত ইউসুফ (আ)-এর
# কাহিনী শুনি

ইকবাল কবীর মোহন

www.pathagar.com

# হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুনি

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৪

প্রকাশনায় : নার্গিস মুনিরা
শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭১০-৩৩০৪৩০

মূল্য : ৭০ টাকা

ISBN: 984-8394-23-0

www.pathagar.com

# হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুনি

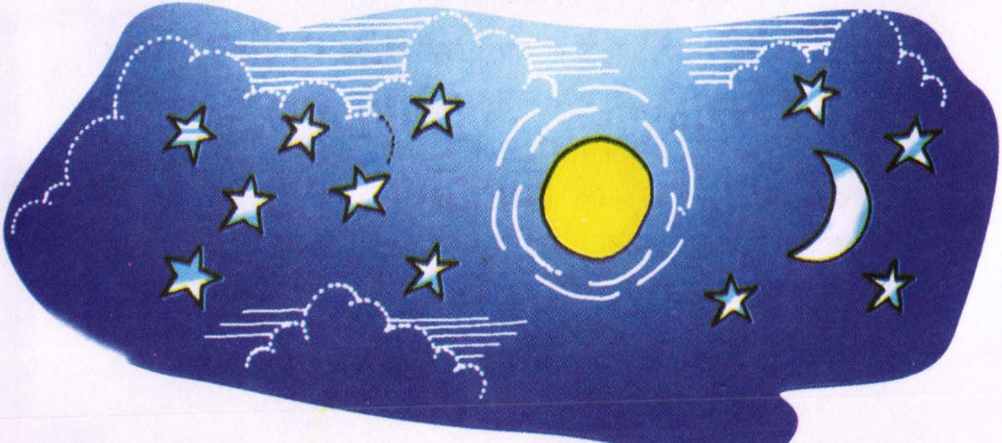

www.pathagar.com

কেনান দেশে এক নবী বাস করতেন। নাম হযরত ইয়াকুব (আ)। তাঁর পিতাও আল্লাহর নবী ছিলেন। নাম হযরত ইসহাক (আ)। তিনি হযরত সারাহ (আ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইসহাক (আ)-এর পিতা ছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ)।

হযরত ইয়াকুব (আ) ছিলেন বারোজন পুত্রের জনক। তার মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন সবার ছোট। ভাইদের অন্য দশজনই ছিল সৎভাই, আর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনইয়ামিন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর চেহারা এত সুন্দর ছিল যে, তাঁকে দেখে সবাই মুগ্ধ হতো। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানব ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)। পৃথিবীতে তাঁর মতো এমন সুন্দর মানব জন্মায়নি, আর কখনও জন্মাবে না।



www.pathagar.com

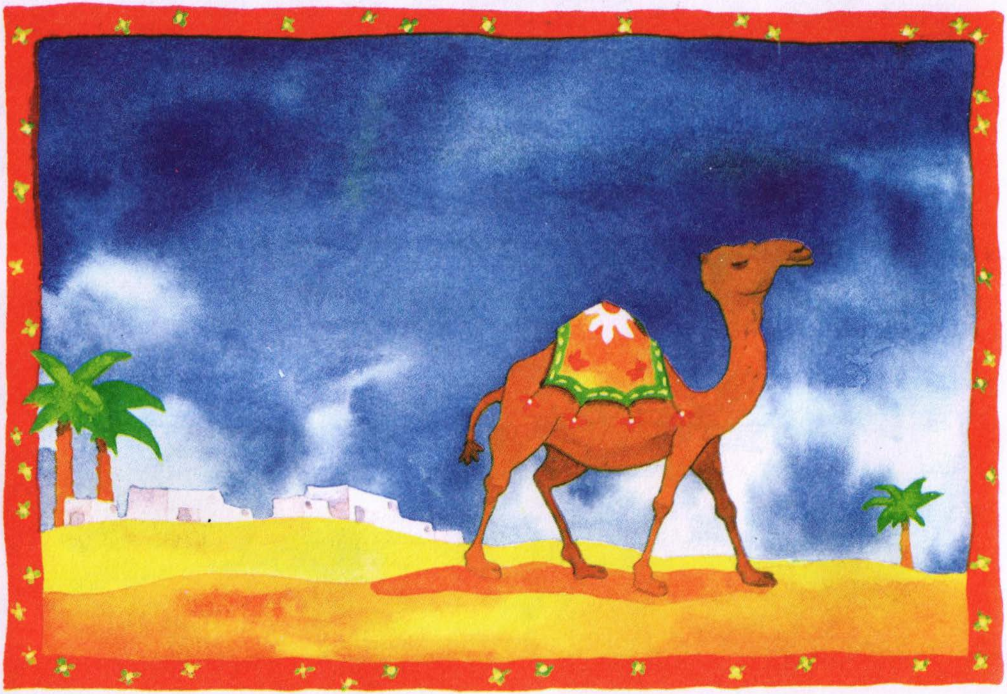



www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আ) শুধু সুন্দরই ছিলেন না, তাঁর গুণও ছিল অসাধারণ। নম্রতা বলো, বিনয় বলো আর বিচার-বুদ্ধি বলো, কোনটাতেই তাঁর সমান কেউ ছিল না। এসব কারণে পিতা ইয়াকুব (আ) ইউসুফকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। প্রিয় পুত্রকে না দেখে পিতা একদণ্ড থাকতে পারতেন না। এসব দেখে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হিংসায় জ্বলত। একদিন বালক ইউসুফ পিতাকে বললেন, 'বাবাজান! স্বপ্নে দেখলাম, চন্দ্র, সূর্য ও এগারটি তারকা আমাকে সেজদা করছে। আমি এর কারণ বুঝতে পারছি না।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একথা শুনে ইয়াকুব (আ)-এর আত্মা কেঁপে উঠল। তিনি তো আল্লাহর নবী। এ স্বপ্নের মর্মার্থ ইয়াকুব (আ) ঠিকই বুঝতে পারলেন। তাই পুত্রকে নিয়ে তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। ইয়াকুব (আ) বালক ইউসুফকে বললেন, 'হে বৎস! সাবধান, সৎভাইদেরকে তোমার স্বপ্নের কথা বলবে না। ওরা জানতে পারলে তোমার ক্ষতির চেষ্টা করবে। আমার বিশ্বাস তোমার পূর্বপুরুষকে আল্লাহ যেমন নবী করেছেন, তোমাকেও তেমনি করবেন। তখন তুমি লোকের স্বপ্নের অর্থ বুঝবার ক্ষমতাও লাভ করবে।'

এ ঘটনার পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি পিতার আদর ও ভালোবাসা আরো বেড়ে গেল। তিনি প্রাণাধিক পুত্রকে চোখে চোখে রাখতেন। এসব দেখে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইউসুফের প্রতি হিংসাপোষণ করতে লাগল। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগল, 'পিতা ইউসুফকেই ভালোবাসবে-এটা ভারী অন্যায়, এটা মানা যায় না। ইউসুফকে সরাতে না পারলে বাবার স্নেহ ও ভালোবাসা আমরা পাব না।'



www.pathagar.com

কেউ কেউ বলল, 'হয় তাকে মেরে ফেলি, না হয় দূরে কোথাও রেখে আসি। ইউসুফ এখানে না থাকলেই তো হলো। আমরাই বাবার সব ভালোবাসা পাব।'

এক ভাই বলল, 'ইউসুফকে মেরে কাজ নেই, বরং আমরা তাকে দূরে কোথাও নিয়ে কূপের মধ্যে ফেলে আসি। যদি কেউ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, তা হলে আপদ যাবে।'

www.pathagar.com

বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা সলা-পরামর্শ করে ইয়াকুব (আ)-এর কাছে গিয়ে কাকুতি-বিনতি করে বলল, 'বাবা! আমাদের অনেকদিনের শখ ইউসুফকে নিয়ে মাঠে যাই, ওর সাথে খেলা করি। আপনি তো ইউসুফকে যেতেই দেন না। আজ আর না করবেন না। আমরা কথা দিচ্ছি, ওকে চোখে চোখে রাখব। ওর কোনই অসুবিধা হবে না।'

হযরত ইয়াকুব (আ) বললেন, 'বৎসরা! তোমরা তো জান, ইউসুফকে ছাড়া আমি একদণ্ড থাকতে পারি না। ওকে নিয়ে গেলে আমার কষ্ট হবে। আমার ভয় হয়, তোমরা খেলায় মগ্ন হয়ে পড়লে, কোনো ফাঁকে ইউসুফকে বাঘে না খেয়ে ফেলে।'



www.pathagar.com

পুত্ররা সমস্বরে বলল, ‘বাবা! আপনি মোটেও ভয় পাবেন না। আমরা ওকে যত্ন করেই রাখব। সবাই মিলে ইউসুফকে দেখে রাখব। আমরা সবাইতো আছি। বাঘ আসবে কিভাবে? আপনি আমাদের ওপর ভরসা রাখুন।’

এ কথা বলার পর হযরত ইয়াকুব (আ) আর কোনো কথাই বললেন না। তিনি ভয় পেলেন ঠিকই। কিন্তু পুত্রদের না করতে পারলেন না। ফলে তারা ইউসুফকে নিয়ে মাঠে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ওরা তাদের কুমতলবে মেতে উঠল। ছেলেরা জোর করে ইউসুফের গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলল।

ইউসুফ ভাইদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু ভাইয়েরা ছিল বড়ই নিষ্ঠুর। তারা জোর করে ইউসুফকে এক গভীর কূপের মধ্যে ফেলে দিলো।



www.pathagar.com

সন্ধ্যার সময় দশভাই পিতার কাছে ফিরে এসে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'বাবাজান! আমরা মাঠে খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমরা ছোটাছুটি করছিলাম। ইউসুফ তো ছোট। সে দৌড়াতে না পেরে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়েছিল। এ সময় একটি বাঘ এসে পড়ল। আর বাঘটি ইউসুফকে ধরে খেয়ে ফেলল। আমাদের বিশ্বাস করুন। আমরা মোটেও মিথ্যা বলছি না। বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন ওর নমুনা।'

এ কথা বলে দুষ্ট ছেলেরা রক্তমাখা একটি জামা পিতাকে দেখাল। বাড়িতে ফেরার পথে দশভাই চালাকি করে একটি বন্য জন্তু মেরে ইউসুফের জামায় রক্ত মেখেছিল। পিতার বিশ্বাসের জন্য এটিই ইয়াকুব (আ)-কে তারা দেখাল।



www.pathagar.com

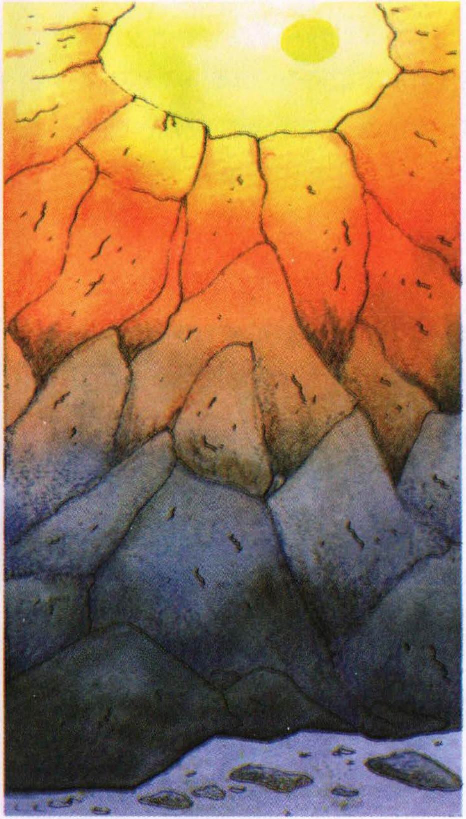

ছেলেদের কথা ইয়াকুব (আ)-এর বিশ্বাস হলো না। তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে মিছে বুঝাবার চেষ্টা করছ। নিশ্চয়ই তোমরা কোনো চালাকি করছ। আমার ইউসুফের তোমরা ক্ষতি করেছ। এখন ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আমার আর উপায় কী! দয়াময় আল্লাহ যেন আমাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দেন।'

এদিকে বালক ইউসুফ (আ)-এর কী হলো? গর্তের মধ্যে পড়েও তিনি ব্যথা পাননি। সেখানে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ইউসুফকে সব রকম সাহায্য করেছেন। তিনিই তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন।



www.pathagar.com

কূপের ভেতর ইউসূফ (আ) তিনদিন অবস্থান করলেন। একদিন কূপের পাশ দিয়ে একদল বণিক যাচ্ছিল মিসরে। এ সময় বণিকদের বেশ পিপাসা পেল। পথের পাশে কূপ দেখেই পানি তোলার জন্য বণিকরা সেখানে থামল।

বণিকদের একজন একটি রশিতে বালতি বেঁধে কূপে নামিয়ে দিলো। কিন্তু যখনই বালতি টেনে ওপরে তুলল, তখন দেখল রশি ধরে একটি সুন্দর ও ফুটফুটে বালক উঠে এসেছে। বণিকরা এতে অবাক হলো।

তবে মনে মনে তারা খুশিও হলো। সুন্দর এই বালকটিকে মিসরে নিয়ে গোলাম হিসাবে বেচা গেলে তারা ভালোই দাম পাবে। তাই বালক ইউসুফকে নিয়ে বণিকরা মিসরের পথে পা বাড়াল।

মিসরের বড় এক রাজ কর্মচারীর সাথে বণিকদের দেখা হলো। নাম তার আজিজ। বালকটির ফুটফুটে চেহারা আজিজের ভালো লাগল। বণিকরা আজিজের কাছে চড়া দাম চাইল। তিনি চড়া দামেই ইউসুফকে কিনে নিলেন।



www.pathagar.com

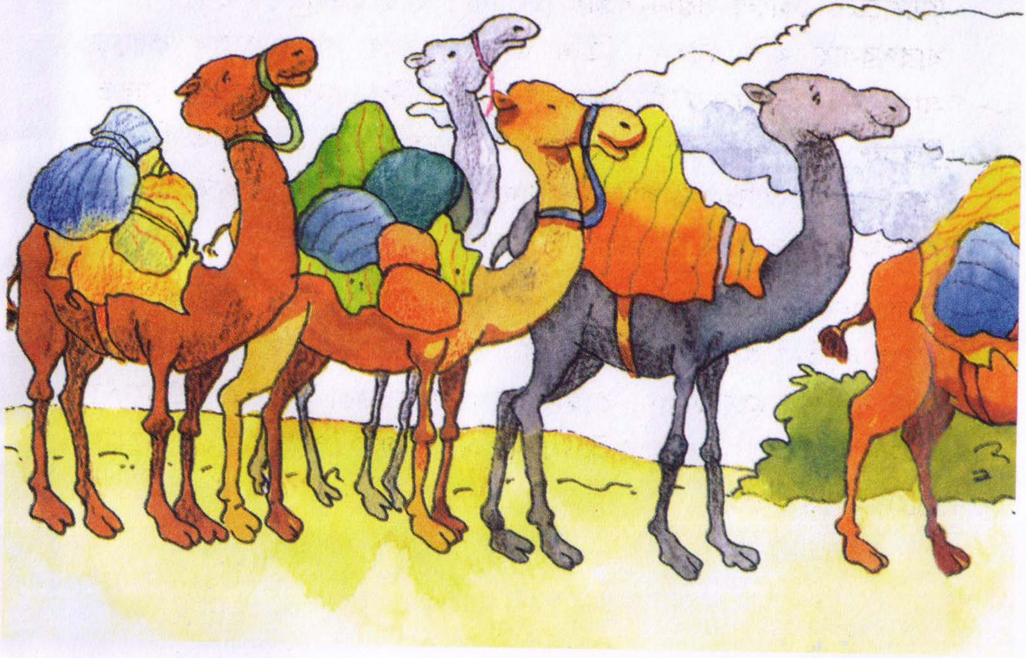



www.pathagar.com

আজিজের কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাই ইউসুফকে পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি তাঁকে পুত্রবৎ লালন-পালন করতে লাগলেন। আজিজের স্ত্রী জুলায়খা ছিল কুটিল এক মহিলা। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তার কুনজর পড়ল। তাই ইউসুফকে বিপদে ফেলার জন্য আজিজের কাছে সে মিথ্যা দোষারোপ করল। ফলে আজিজ ইউসুফকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

কারাগারে আটক ছিল আরও দুই যুবক। যুবকরা ইউসুফের বন্দী হবার কাহিনী শুনে মনে কষ্ট পেল। তারা ইউসুফের সাথে কথা বলে তাঁর ব্যবহার মুগ্ধ হলো। তাই কারাগারে যুবকরা প্রায়শই ইউসুফের সান্নিধ্য আসতো। হযরত ইউসুফ (আ) সময় পেলেই যুবকদেরকে ধর্মোপদেশ দিতেন।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক রাতে বন্দী যুবকদের দু'জনেই দু'টি স্বপ্ন দেখল। তারা বন্দী ইউসুফের কাছে এসে স্বপ্নের কথা খুলে বলল এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

একজন বলল, 'স্বপ্নে দেখলাম, আমি আঙুর থেকে রস বের করছি।' অপর যুবক বলল, 'স্বপ্নে দেখলাম, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি এবং একদল পাখি এসে তা ঠোকরিয়ে খাচ্ছে।'

হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম যুবকের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, 'তুমি বাদশাহর সাকি হবে।' তারপর দ্বিতীয় জনকে বললেন, 'তোমার ফাঁসি হবে।'

এরপর কিছুদিন কেটে গেল। দেখতে দেখতে যুবকদের কারাজীবন শেষদিকে চলে এলো। বিচারে প্রথম যুবক নির্দোষ প্রমাণিত হলো। ফলে যুবকটি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাদশাহর সাকি নিযুক্ত হলো।

আর দ্বিতীয় যুবকটির দোষ প্রমাণিত হলে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হলো।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর বন্দিজীবন শেষ হলো না। দেখতে দেখতে কারাগারে তাঁর সাত বছর অতিবাহিত হতে চলল।

সেই সময়ে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। মিসরের বাদশাহ এক অবাক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীকে সাতটি রোগা গাভী এসে খেয়ে ফেলল। তিনি আরও দেখলেন শস্যের সাতটি পরিপুষ্ট শিষ ও সাতটি শুষ্ক শিষ।

বাদশাহ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য দেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন। কিন্তু কেউ সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারল না।



www.pathagar.com

এমন সময় হঠাৎ সাকির মনে পড়ল কারাগারে বন্দী হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথা। সে-ই একদিন তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিয়েছিল। আর ঐ ব্যাখ্যা অবশেষে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

তাই যুবকটি তার অভিজ্ঞতার কথা বাদশাহকে খুলে বলল। এতে বাদশাহ আগ্রহ দেখালেন। বাদশাহর আদেশে সাকি কারাগারে গিয়ে ইউসুফ (আ)-এর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। ইউসুফ (আ) বললেন, 'এই রাজ্যে সাত বছর খুব ভালো ফসল হবে, তারপর সাত বছর একাধারে বৃষ্টি হবে না। ফলে দেশে কোনো শস্যই জন্মাবে না। এতে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সুতরাং প্রথম সাত বছরের শস্য হতে শস্য জমা করে রাখতে হবে। তা না হলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং এতে অনেক মানুষ মারা যাবে।'

www.pathagar.com

সাকি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা বাদশাহকে গিয়ে শুনালে তিনি এমন চমৎকার ব্যাখ্যা শুনে অবাক হলেন। তিনি জানতে পারলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী মানুষটি দীর্ঘদিন জেলে বন্দী আছেন। বাদশাহ খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হলেন, বন্দী ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে মুক্ত করার ব্যবস্থা নিলেন। তারপর তাঁকে মিসরের খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। পরে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।



www.pathagar.com

মিসরের বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর সততা, নিষ্ঠা ও কর্মকুশল দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাজ্যের সকল ভার তাঁর ওপর অর্পণ করলেন। দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেল। ইউসুফ (আ)-এর সুব্যবস্থাপনায় এই সাত বছরে প্রচুর খাদ্যশস্য জন্মাল। তিনি পরের সাত বছরের জন্য খাদ্য জোগাড় করে রাখলেন।

অবশেষে আকাল শুরু হলো। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে মাটি শুকিয়ে পাথরের মতো কঠিন হলো। প্রখর রোদে মাটি ফেটে চৌচির হলো। বৃক্ষলতা মরে গেল। এমনকি একটি ঘাসও বেঁচে রইল না।

এতে প্রাণীদের বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ল। সারা দুনিয়ায় হাহাকার পড়ে গেল। অথচ মিসরে এর কোনো প্রভাব পড়ল না। খাদ্যশস্য জমা থাকায় মিসরের মানুষ, এমনকি প্রাণীরা পর্যন্ত ঠিক মতো খাবার পেল।



www.pathagar.com

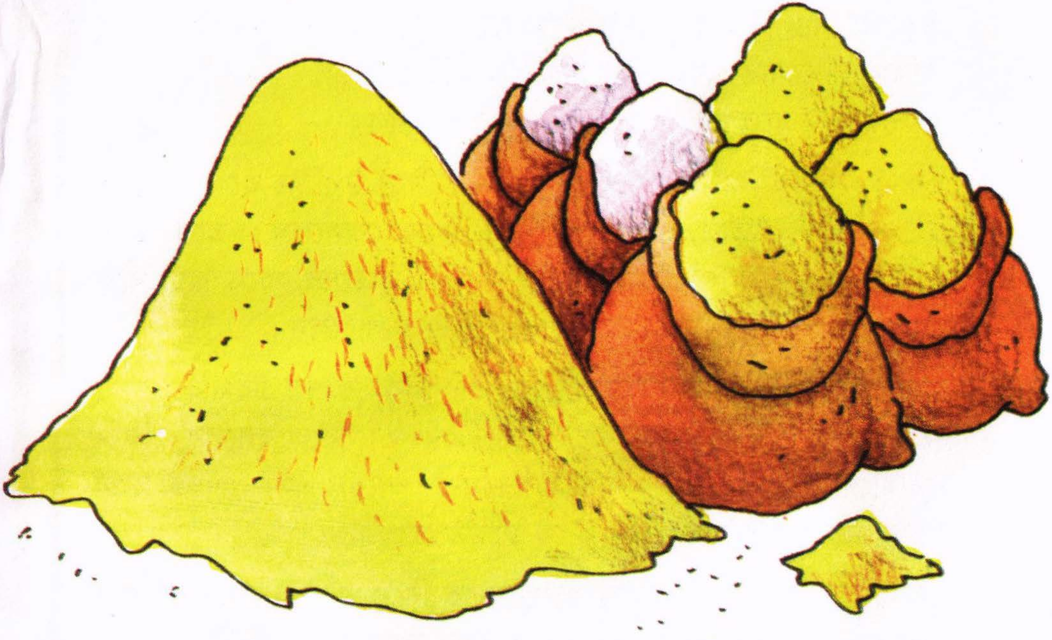



www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, মিসরের প্রয়োজন মিটিয়ে আরো খাবার বাকি রইল। এই অতিরিক্ত শস্যের খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে বিদেশীরা শস্যের জন্য দলে দলে মিসরে আসতে শুরু করল।

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর দশপুত্রও মিসরে গিয়ে উপস্থিত হলো। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর ভ্রাতাদের দেখে চিনে ফেললেন। তবে তারা ইউসুফকে চিনতে পারল না। ইউসুফ (আ) ভাইদের সাথে কথা বলে তাঁর ছোট সহোদর বিনইয়ামিনের কথা জানতে পারলেন।

তাই ছোট ভাইকে কাছে পাবার জন্য তিনি এক কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি ভাইদেরকে প্রচুর খাদ্যশস্য দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে খাদ্যশস্য দিচ্ছি। তোমরা আরো শস্য পেতে হলে তোমাদের একজনকে আমার কাছে জামিন রেখে যাও।

তোমাদের যে ভাইটি বাড়িতে আছে তাকে নিয়ে এলে, তোমাদের প্রচুর খাদ্যশস্য দেব এবং তোমাদের এই ভাইকে ছেড়ে দেব।'



www.pathagar.com

ইউসুফ (আ)-এর কথায় সবাই রাজি হলো। ইউসুফ (আ) সেবাযত্ন করে ভাইদের খাওয়ালেন এবং তাদেরকে প্রচুর খাদ্যশস্য দিলেন। ভাইদের কাছে শস্য বিক্রির যে অর্থ পাওয়া গেল তাও ইউসুফ (আ) লুকিয়ে খাদ্যের বস্তার মধ্যে ভরে দিলেন।

নিজ দেশ কেনানে ফিরে ছেলেরা বাবা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে সব কথা খুলে বলল। তারা আরো বলল, বাবা! মিসরের মন্ত্রী আমাদের এক ভাইকে রেখে দিয়েছেন। আমরা যদি বিনইয়ামিনকে মিসরে না নিয়ে যাই তা হলে তিনি আর খাদ্যশস্য দেবেন না।'

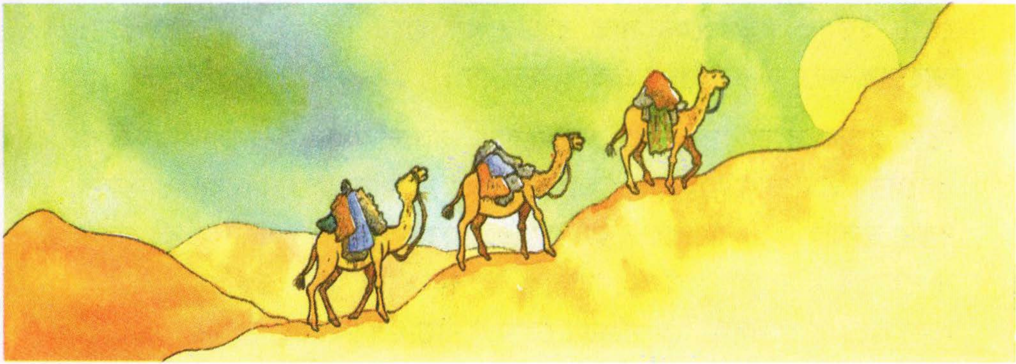



www.pathagar.com

ছেলেরা এবার বাড়িতে গিয়ে শস্যের বস্তাগুলো খুলল। তখন শস্যের সাথে তাদের টাকাগুলো দেখে তারা অবাক হলো। বাদশাহর অসীম করুণা দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হলো। তারা ভাবল, বিনইয়ামিনকে নিয়ে যেতে পারলে এই মহান বাদশাহর কাছ থেকে আরো বেশি শস্য পাওয়া যাবে।

কিন্তু ইয়াকুব (আ) বিনইয়ামিনকে মিসরে পাঠাতে রাজি হলেন না। ছেলেদের অনুরোধে তিনি শেষমেশ রাজি হলেন। একদিন তারা বিনইয়ামিনকে নিয়ে মিসরের বাদশাহর নিকট হাজির হলো। বিনইয়ামিনকে পেয়ে ইউসূফ (আ) যেন সাত রাজার ধন হাতে পেলেন। ইউসুফ (আ) ভাইয়ের কাছে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করলেন।

তিনি অপরাপর ভাইদের কাছে তাঁর পরিচয় গোপন রাখার জন্য বিনইয়ামিনকে বললেন। এরপর ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে প্রচুর খাদ্য দিলেন। বিনইয়ামিনের বস্তায় চালাকি করে বাদশাহ একটি স্বর্ণের পেয়ালা পুরে দিলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই বাদশাহর পাইক-পেয়াদারা তাদের কাছে ছুটে গেল। এই দলকে লক্ষ্য করে তারা বলল, 'হে পথিক! তোমরা দাঁড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা চোর।'



www.pathagar.com

ভাইয়েরা তো হতবাক! তারা বলল, 'আমরা চোর হতে যাব কেন? বাদশাহ আমাদেরকে খাদ্যশস্য দিয়েছেন। আমরা তা নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি।'

এবার লোকেরা দলটিকে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেল। বাদশাহ তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার শর্ত হিসেবে বিনইয়ামিনকে মিসরে রেখে যাওয়ার কথা বললেন। তাই করা হলো। ইউসুফ (আ) ভাইকে কাছে পেয়ে খুশি হলেন।

এদিকে ভাইয়েরা দেশে ফিরে পিতাকে ঘটনা খুলে বলল। পিতার মন কি আর এসব কথায় শান্ত হয়! ইয়াকুব (আ) বললেন, 'তোমরা একটু খোঁজ নিয়ে দেখ আমার ইউসুফ ও ওর ভাইকে পাও কিনা?'

পিতার আদেশে দশভাই মিসর ফিরে গেল। তারা ইউসুফ (আ)-এর সাথে দেখা করল। এ সময় বাদশাহ ভ্রাতাদের কাছে তাঁর পরিচয় প্রদান করলেন। পরিচয় পেয়ে ভ্রাতাদের মন খুশিতে ভরে উঠল। তারা আবেগে ইউসুফ (আ)-কে উদ্দেশ করে বলল, 'হে ভাই! আল্লাহ তোমাকে অনেক ওপরে স্থান দিয়েছেন। অথচ হায়! আমরা যে ভয়ানক পাপী।'



www.pathagar.com

ইউসুফ (আ) বললেন, 'আজ আর কোনো কথা নয়। আমরা সবাই একত্র হয়েছি, এ জন্য মহান আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' এরপর ইউসুফ (আ) ভাইদের কাছে জানতে পারলেন যে, তাদের পিতা ইয়াকুব (আ) কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তখন তিনি নিজের পিরহান ভ্রাতাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমরা যাও। এই পিরহান বাবার মুখের ওপর ফেলে দিলে তাঁর চোখের জ্যোতি ফিরে আসবে।'

ভাইয়েরা কেনানে পিতার কাছে ফিরে গেল। পিতাকে সব খুলে বললে, ইয়াকুব (আ) যারপরনাই খুশি হলেন। পুত্রের দেয়া পিরহান মুখের ওপর ধরতেই আল্লাহর রহমতে তিনি চোখের জ্যোতি ফিরে পেলেন।

অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ) পিতামাতা ও ভাই সবাইকে মিসরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। কেনান থেকে মিসর। প্রায় আটদিনের রাস্তা, মানে প্রায় আড়াইশ মাইলের দূরত্ব। এই বিরাট ভ্রমণ শেষ করে ইয়াকুব (আ), মা রাহিল বিনতে লাবানসহ দশভাই যখন রাজধানীর নিকটবর্তী হলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর দলবলসহ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি সবাইকে বিশাল অভ্যর্থনা দিয়ে গ্রহণ করলেন। অনেক বছর পর একত্র হতে পেরে তাঁরা মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন।


www.pathagar.com

## ‘নবী-রাসূল কাহিনী’ সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

‘নবী’ অর্থ সংবাদবাহক, মানে যিনি কোনো সংবাদ বহন করেন। আল্লাহর প্রেরিত সেই মহামানবকে নবী বলা হয়, যিনি নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি নিঃস্বার্থ আহ্বান জানান। আর ‘রাসূল’ অর্থ প্রেরিত দূত, বাণীবাহক, সংবাদদাতা, পত্রবাহক ইত্যাদি। আল্লাহর কিতাবসহ প্রেরিত এমন মহামানবকে রাসূল বলা হয়, যিনি আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান। আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূলকে আল্লাহ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। মানুষ যখনই আল্লাহকে ভুলে বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তাঁরা পথভোলা মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

কোনো মানুষের ঈমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলদের ওপর আস্থা স্থাপন করা ফরয। আল-কুরআনে পঁচিশজন নবী-রাসূলের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব মহামানবের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ মুসলমান মাত্রই থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের জন্য বিষয়টি বেশি জরুরি। ‘নবী-রাসূল কাহিনী’ সিরিজে আমরা পঁচিশজন নবী-রাসূল (সা)-এর জীবনীর ওপর পুস্তক প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছি। আমাদের প্রিয় সোনামণিরা এতে উপকৃত হবে। আল্লাহতাআলা আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন।

শিশু কানন
৩০৭, উলন রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন ঃ ০১৭১০-৩৩০৪৩০

ISBN 984-83-9423-0
9799848394235